ভাষার ইতিহাস
ভাষাতত্ত্ব

অধ্যাপক, তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রজ্ঞা বিকাশ
৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়—ভাষা ১—১৪

ভাষার স্বরূপ ও সংজ্ঞা, ভাষার বৈশিষ্ট্য, আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে ভাষার বৈশিষ্ট্য, ভাষার শক্তি, ভাষা সৃষ্টিতে বিভিন্ন মতবাদ, মিশ্রভাষা, অপভাষা, কৃত্রিম ভাষা, ভাষার শ্রেণীবিভাগ, ভাষা বংশ, বাংলা ভাষার সাধারণ কতগুলো বৈশিষ্ট্য, বাংলা ভাষার স্তর বিভাগ, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—ভাষা, লিপি ও লিপির বিবর্তন ১৫—২০

তৃতীয় অধ্যায়—ভারতে প্রচলিত ভাষাবংশ এবং তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২১—৩১

ভারতীয় আর্য ভাষা—সংজ্ঞা, শ্রেণীবিভাগ, প্রাকৃত ভাষা, বৈদিক ও সংস্কৃত ঃ সাধুভাষা, সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষা।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক-সংস্কৃত ভাষা)—সময়কাল, নিদর্শন, আঞ্চলিক ভেদ, ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষা (প্রাকৃত ভাষা)—সময়কাল, আঞ্চলিক রূপ, নিদর্শন, ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

বৈদিক ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষা—সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য।

পালিভাষা—ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

প্রাকৃত ভাষা—ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

অপভ্রংশ—ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

অবহট্‌ঠ—ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

নব্যভারতীয় **আর্যভাষা**—সময়কাল, নিদর্শন, ভৌগোলিক বর্গীয়করণ, ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

বাংলা ভাষার উদ্ভব ঃ সংস্কৃত কি বাংলা ভাষার জননী?

চতুর্থ অধ্যায়—বাংলা ভাষার ইতিহাস ঃ বাংলা ভাষার স্তর বিভাগ ৩২—৩৭

ভূমিকা, যুগবিভাগ, বিভিন্ন যুগের বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন বাংলা বা আদি স্তরের বাংলার ভাষা ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য—ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, নিদর্শন।

মধ্যবাংলা বা মধ্যস্তরের বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. আদিমধ্য যুগের (আদিমধ্য স্তরের) ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য—ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিদর্শন।

খ. অন্ত্যমধ্যযুগের অন্তমধ্যস্তরের বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য—ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, নিদর্শন।

আধুনিক যুগ বা আধুনিক স্তরের বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য—ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, নিদর্শন।

পঞ্চম অধ্যায়—বাংলা উপভাষা ৩৮—৪৬

ভাষা ও উপভাষার সম্পর্ক
সাহিত্যে ভাষা ও উপভাষার সম্পর্ক, উপভাষার সংজ্ঞা, উপভাষার বৈশিষ্ট্য, উপভাষার শ্রেণীবিভাগ
রাঢ়ী উপভাষা—এলাকা, ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিদর্শন
ঝাড়খণ্ডী উপভাষা—এলাকা, নামকরণ, ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
বরেন্দ্রী উপভাষা—জন্মকথা, এলাকা, ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
বঙ্গালী উপভাষা—বিশেষত্ব এলাকা, ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
কামরূপী উপভাষার বৈশিষ্ট্য—ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়—সাধু ও চলিত ভাষা ৪৭—৬৬

সাধু ভাষা—সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টান্ত
চলিত ভাষা—সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টান্ত
সাধু ও চলিত ভাষার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য
সাধু থেকে চলিত ভাষার এবং চলিত থেকে সাধু ভাষায় রূপান্তরের নিয়ম, ভাষান্তরের উদাহরণ
শৈলী বিজ্ঞান।

সপ্তম অধ্যায়—ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব ৬৭—৮৮

ধ্বনি ও বর্ণ—সংজ্ঞা, পার্থক্য
ভাষাবিজ্ঞানে ধ্বনির স্বরূপ ও শ্রেণীবিভাগ
কবিতার ছন্দে ধ্বনি ও বর্ণ
বাক্যে ছেদ চিহ্নের প্রয়োগ
মূলধ্বনি বা স্বনিম
স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির পার্থক্য
সঘোষধ্বনি ও অঘোষধ্বনি
বিভাজ্য এবং অবিভাজ্য ধ্বনি
ধ্বনিগুলির উচ্চারণ প্রক্রিয়া
বাগ্‌যন্ত্র
মৌলিক স্বরধ্বনির উচ্চারণ তত্ত্ব
বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ প্রক্রিয়া
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য।

অষ্টম অধ্যায়—বাংলা ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি ও প্রবৃত্তি ৮৯—১১৯

ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ, ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা ও সূত্র, টীকা ও বৈশিষ্ট্য, ধ্বনির আগম (স্বরধ্বনি আগম ইত্যাদি) অপিনিহিতি।
ধ্বনির লোপ (স্বরধ্বনির লোপ, ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ, ইত্যাদি) ধ্বনির রূপান্তর (অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি, ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন, সমীভবন, বিষমীভবন, ঘোষীভবন ইত্যাদি)
ধ্বনিপরিবর্তন ঃ মূর্ধন্যীকরণ, অপশ্রুতি, ধ্বনির প্রকৃতি সঙ্কোচন, স্থানান্তর, বর্ণবিপর্যয়, বিমিশ্রণ জোড়কলম, লোকনিরুক্তি, ইত্যাদি।

নবম অধ্যায়—শব্দ ও বাংলা শব্দ ভাণ্ডার ১২০—১২৬

সংজ্ঞা, বাংলা শব্দ ভাণ্ডার, ভাষাতাত্ত্বিক সৃষ্টিতে বাংলা শব্দ ভাণ্ডার
মৌলিক শব্দ—তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব
আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ—দেশী, বিদেশী
নবগঠিত শব্দ—মিশ্র, অনুদিত শব্দ।

দশম অধ্যায়—শব্দার্থ তত্ত্ব বা শব্দার্থ পরিবর্তন ১২৭—১৩৪

ভূমিকা, ভিন্নার্থক শব্দ, শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ, শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা (অর্থের উন্নতি বা উৎকর্ষ, অর্থের অবনতি বা অপকর্ষ, অর্থপ্রসার বা অর্থবিস্তার, অর্থের সঙ্কোচ, অর্থ সংক্রম বা অর্থ সংশ্লেষ বা অর্থের আমূল পরিবর্তন)।

একাদশ অধ্যায়—বাক্য গঠন ১৩৫—১৪৮

বাক্যের সংজ্ঞা, রূপ ও প্রকৃতি
উদ্দেশ্য ও বিধেয়, কর্তা, কর্ম, এবং ক্রিয়া, গুণ
বাক্যগঠন রীতি—
বাক্যের গঠন বৈশিষ্ট্যগত শ্রেণীবিভাগ
বাক্য সংযোজন ও বাক্য বিয়োজন
গঠন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তনের নিয়মাবলী ও উদাহরণ
অর্থগত বাক্য পরিবর্তন
অর্থগত বাক্য পরিবর্তনের নিয়মাবলী ও উদাহরণ।

দ্বাদশ অধ্যায়—বাচ্য ১৪৯—১৫৬

সংজ্ঞা, বাচ্যের রকম ভেদ, বাচ্য পরিবর্তনের নিয়ম, উদাহরণ
উক্তি—সংজ্ঞা, প্রত্যক্ষ উক্তি, পরোক্ষ উক্তি, উক্তি পরিবর্তনের নিয়মাবলী, উক্তি পরিবর্তনের কিছু দৃষ্টান্ত

ত্রয়োদশ অধ্যায়—রূপতত্ত্ব ও রূপিম ১৫৭—১৭৬

পদ প্রকরণ—সংজ্ঞা, শ্রেণীবিভাগ, বৈশিষ্ট্য (বিশেষ্য পদ, সর্বনাম, অব্যয় ইত্যাদি।)
পদ পরিবর্তনের উদাহরণ (বিশেষ্য থেকে বিশেষণ ইত্যাদি)।

চতুর্দশ অধ্যায়—বচন লিঙ্গ কারক ও বিভক্তি ১৭৭—১৮৪

বচন—সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, উদাহরণ
লিঙ্গ—সংজ্ঞা, উদাহরণ, প্রকারভেদ, লিঙ্গান্তর।
রূপতত্ত্ব কারক ও বিভক্তি—সংজ্ঞা, উদাহরণ, বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিভাগ।

পঞ্চদশ অধ্যায়—বাংলা শব্দের উৎসমূল নির্ণয় ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বিবর্তন ১৮৫—১৯৮

ষোড়শ অধ্যায়—রোমক লিপি ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা ১৯৯—২২০

রোমক লিপি

ভূমিকা লিপির বিবর্তন, বিভিন্ন লিপি

রোমীয় বর্ণমালা/রোমক লিপি

সংস্কৃত বর্ণমালায় রোমান লিপির চিহ্ন

বাংলা বর্ণমালায় রোমান লিপির চিহ্ন

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা

ভূমিকা, আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় সুবিধা, স্বনিমের ভূমিকা, আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার চিহ্ন, বিভিন্ন চিহ্ন, লিপ্যন্তরীকরণের কিছু নিয়ম, যথাযথভাবে বাংলা স্বনিমে রূপান্তরীকরণের কিছু নিয়ম, আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার চিহ্ন ব্যবহার করে লিপ্যন্তরের উদাহরণ (শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ)।

সপ্তদশ অধ্যায়—বাংলা বানান সমস্যা ও বানান বিধি এবং বিভিন্ন অভিধান ২২১—২৩৬

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গৃহীত বাংলা বানান বিধি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানান বিধি

বানান বিভ্রাট

কি কারণে এবং কেন ভুল ঃ কিছু উদাহরণ

অষ্টাদশ অধ্যায়—পরিভাষা ২৩৭—২৪৮

সংজ্ঞা, সাহিত্য পরিভাষার নমুনা, ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় পরিভাষার নমুনা।

ঊনবিংশ অধ্যায়—সমাজ ভাষা ২৪৯—২৫৪

বিংশ অধ্যায়—টীকা ২৫৫—২৬২

একবিংশ অধ্যায়—শ্রুতিসাহিত্য ২৬৩—২৬৯